ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

বাথরুমে দিনের পর দিন কাঁদতেন শাহরুখ!

পৃঃ ৫

টেনিসে শেষ হলো নাদাল অধ্যায়

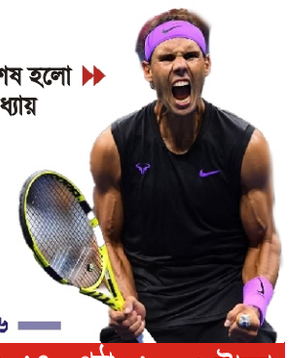

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩১৮ ● কলকাতা ● ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

সংগঠন ঢেলে সাজালেন মমতা,

রদবদল ঘটানো হল একাধিক পদে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে ন্যাশনাল ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দলের নেতা মন্ত্রী , বিধায়ক,সাংসদ সহ সকলে। বৈঠকে সংগঠনের একাধিক পদে রদবদল ঘটান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্ম সমিতির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান,বিমান বন্দোপাধ্যায়, মানস ভূঁইয়া, কল্যাণ বন্দোপাধ্যায় ও মালা রায় এবং জাভেদ খান নতুন জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।পার্লামেন্ট শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন,সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও ব্রায়াম, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়, নাদিমুল হক।বিধানসভা কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও দেবাশিস কুমার।তবে রাজ্যের সার্বিক বিষয়ে সকলেই অর্থাৎ যারা নির্বাচিত মুখপাত্র তারা বক্তব্য রাখতে পারবেন। বলে জানান মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। অপরাজিতা বিল প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, আইনের আকার ধারণ করেনি অপরাজিতা বিল। আইন বলবৎ হোক চাইছি, এর জন্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস ৩০ নভেম্বর ব্লকে ব্লকে ৪ টে থেকে মিছিল করবে।১ ডিসেম্বর ২-৪ টে এই সময়ে সব ব্লকে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস ধরনা, মিটিং হবে। রাষ্ট্রপতির কাছে ১০

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেক-কন্যা মামলায় এবার বিরাট নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বহাল সিবিআই তদন্তে স্থগিতদেশ। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য সংক্রান্ত মামলায় রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গড়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট । আপাতত সিবিআই-এর উপর এই মামলার তদন্তভার যাচ্ছে না।

এরপরই সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় রাজ্য সরকার। গোটা ঘটনায় রাজ্য পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করে তদন্ত করার স্বপক্ষে সওয়াল করা হয়। গত সোমবার এই মামলা শুনানির জন্য উঠলে সুপ্রিম কোর্ট হাই কোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেয়। এদিনও সেই স্থগিতাদেশ বহাল থাকল।ধৃত দুই মহিলাকে পুলিশি মারধরের অভিযোগের ঘটনায় তদন্ত করবে সিট।

এদিন সুপ্রিম কোর্ট তরফে কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে একটি বেঞ্চ গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, আপাতত সিটের তদন্তের উপর নজর রাখবে সেই বেঞ্চ। কোনো কারণে সিট ব্যর্থ হলে তারপর সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেবে সর্বোচ্চ আদালত। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জল ভুয়ানের বেঞ্চে এই নির্দেশ দেয়।

সূত্রের খবর, সিটের নেতৃত্বে রয়েছে আইপিএস অফিসার আকাশ মাঘারিয়া। তার নেতৃত্বে সিটকে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি অভিযোগকারিণী ওই দুই মহিলাকেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ সর্বোচ্চ আদালতের।

প্রসঙ্গত, অভিষেকের মেয়েকে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণের মন্তব্যকে সমর্থন করে হাততালি দেওয়ার অভিযোগে দুই মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অভিযোগ ওঠে, হেফাজতে থাকাকালীন ওই দুই মহিলাকে ব্যাপক মারধর করে পুলিশ। এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তারা। অভিযোগের ভিত্তিতে হাইকোর্ট সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল।

বাংলাদেশে আটক হিন্দু সন্ন্যাসী

কৃষ্ণদাস প্রভু, ঢাকা বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাওয়া হল কোথায়?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে আটক হিন্দু সন্ন্যাসী কৃষ্ণদাস প্রভু। সোমবার ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁকে আটক করে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। তিনি দেশ ছাড়তে পারবেন না। কোনও এক অজানা জায়গায় তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এমনই খবর সিএনএন-নিউজ ১৮ সূত্রের। গত কয়েক মাসে অনেক কিছুই পাল্টে গিয়েছে বাংলাদেশে। সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ উঠে আসছে লাগাতার, আবার এক এক করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সব স্মৃতিচিহ্নও মুছে ফেলার অভিযোগ উঠছে। সেই আবহেই দেশের সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব ওঠে সম্প্রতি। সাধারণ মানুষ বা কোনও দলের সমর্থকরাই নন শুধু, বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ

এরপর ৩ পাতায়

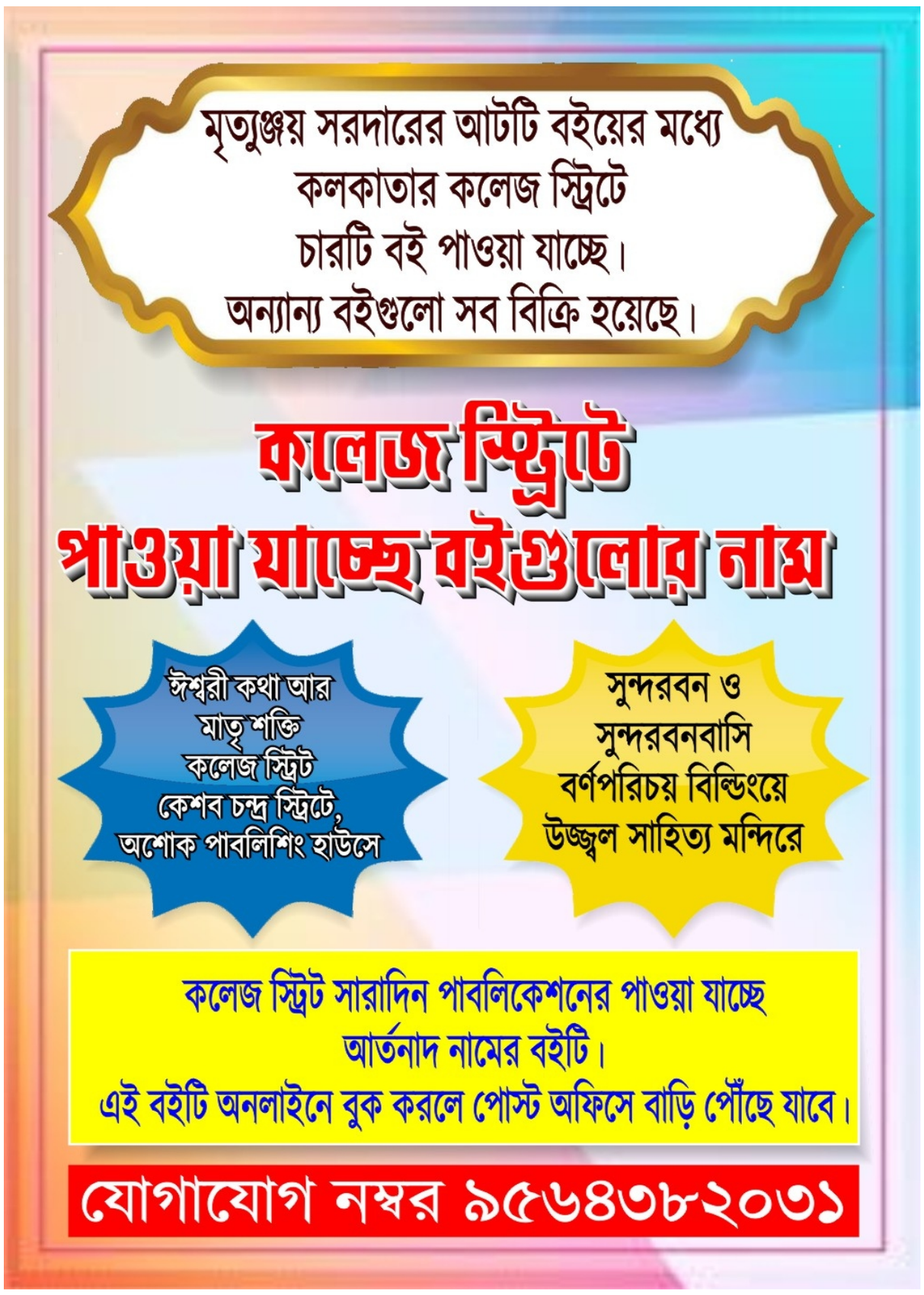

উত্তর প্রদেশের শাহী জামা মসজিদ নিয়ে যে কারণে বিতর্ক হচ্ছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিতর্কের কেন্দ্র বিন্দুতে উঠে এসেছে ভারতের উত্তর প্রদেশের সম্ভলের শাহী জামা মসজিদ, রোববার সকালে যা কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল। শতাব্দী প্রাচীন শাহী জামা মসজিদে দ্বিতীয় দিনের সমীক্ষাকে ঘিরে রোববার তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়।

পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষে সেখানে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই সংখ্যা সোমবার আরও এক জন বেড়েছে। মোরাদাবাদ রেঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল মুনিরাজ জি সোমবার সাংবাদিকদের বলেছেন, "গতরাতে আমরা তিনজন ব্যক্তির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করলেও, আজ মোরাদাবাদে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট চার জনের মৃত্যু হয়েছে।" অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

একইসঙ্গে ডিআইজি মুনিরাজ জি জানিয়েছেন, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন চেষ্টা করছে। যে বিষয় নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত তা হল, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের দাবি যে ওই মসজিদে এককালে মন্দির ছিল এবং ওই ভবনের স্থাপত্যে তার প্রমাণও রয়েছে। এই দাবিকে কেন্দ্র করে কয়েকজন আবেদনকারীর হয়ে আদালতে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন।

অন্যদিকে, মুসলিম পক্ষ এই দাবি খারিজ করেছে। তাদের বক্তব্য শতাব্দী প্রাচীন এই মসজিদে তারা বংশপরম্পরায় নামাজ পড়ে এসেছেন। এই ভবনে কখনো মন্দির ছিল না। এই বিতর্কের জেরে সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়। হিন্দু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল কি না, সেটা যাচাই করে দেখার জন্যই দ্বিতীয় দফায় অ্যাডভোকেট কমিশনারের নেতৃত্বে দল এসেছিল রোববার।

তখন পুলিশ ও বিক্ষুব্ধদের মধ্যে সংঘর্ষে রোববার তিনজনের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু পুলিশকর্মীও জখম হন। এদিকে এই পুরো ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়েছে। রাহুল গান্ধী বিজেপিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাদের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টার অভিযোগ তুলেছে। অন্যদিকে, সর্বভারতীয় মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন দলের প্রেসিডেন্ট ও সাংসদ আসাউদ্দিন ওয়াইসিও সম্ভলের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন।

সোমবার কড়া নিরাপত্তা বলয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে উত্তর প্রদেশের সম্ভলস্থিত শাহী জামা মসজিদ ও তার সংলগ্ন এলাকা। সোমবারও ওই অঞ্চলে থমথমে ভাব স্পষ্ট। শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বিপুল পরিমাণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এএনআই জানিয়েছে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় যোগাযোগের জন্য টু-ওয়ে রেডিও, রোববারের মতো ঘটনা রুখতে মেটাল ডিটেক্টর, ভেহিক্যাল ব্যারিয়ার (যানবাহন না ঢুকতে পারার জন্য তৈরি বাধা) মোতায়েন-সহ কড়া নজরদারি ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা রুখতে পুলিশ টহল এলাকায় দিচ্ছে।

ডিআইজি মুনিরাজ জি বলেন, "সম্ভলের বর্তমান পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।" ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে রোববারের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে।

ডিভিশনাল কমিশনার এ কে সিং সাংবাদিকদের বলেন, "(রোববারের) ঘটনায় ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগে সম্ভলের সংসদ সদস্য জিয়া উর রহমান বর্ক এবং একজন স্থানীয় এমএলএ-র ছেলের নামেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।"

ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাজেন্দর পেন্সিয়ার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ জারি করে বলা হয়েছে, "কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আগাম অনুমতি না নিয়ে কোনও বহিরাগত, কোনও সামাজিক সংগঠনের সদস্য বা কোনও জনপ্রতিনিধি সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না।"

এদিকে, 'ডি কে ফাউন্ডেশন অফ ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস'-এর পক্ষ থেকে এই সহিংসতার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। পুলিশের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছে ওই সংগঠন।

উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে রোববার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে পরিস্থিতি ভাল হলে সেই পরিষেবা আবার চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ডিআইজি মুনিরাজ জি বলেছেন, "আগামী সময়ে পরিস্থিতি দেখে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করা হবে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সম্ভলবাসীর কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা শান্তি বজায় রাখুন।"

কী নিয়ে বিতর্ক

কৈলাদেবী মন্দিরের মহন্ত ঋষিরাজ গিরি মহারাজ দাবি করেছেন, সম্ভলের শতাব্দী প্রাচীন ওই মসজিদে একসময় মন্দির ছিল। তার দাবি, ওই ভবনে হরিহর মন্দির ছিল।

গত ১৯শে নভেম্বর মহন্ত ঋষিরাজ গিরি মহারাজের মতো একাধিক আবেদনকারীদের হয়ে জামা মসজিদে সমীক্ষার দাবি জানিয়ে সম্ভলের সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশনের আদালতে মামলা দায়ের করেন আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন। প্রসঙ্গত, বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলাতেও হিন্দুপক্ষের হয়ে মামলা লড়ছেন বিষ্ণুশঙ্কর জৈন।

এদিকে, ১৯শে নভেম্বর শুনানির সময় আবেদনকারী ছাড়া অপর পক্ষের আইনজীবী উপস্থিত ছিলেন না বলে অভিযোগ রয়েছে।

মসজিদ কমিটি জানিয়েছে, এই মামলার বিষয়ে তাদের জানানো হয়নি। একইসঙ্গে, মসজিদের জায়গায় এক সময় মন্দির ছিল এরকম দাবিকে ভিত্তিহীন বলে অভিহিত করেছেন তারা।

তাদের পাল্টা অভিযোগ, আদালতে মামলা দায়ের করে নতুনভাবে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি এবং শিরোনাম দখলের চেষ্টা চলছে।

এই মামলায় সাত দিনের মধ্যে সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। একইসঙ্গে জরিপের দায়িত্বে থাকা দলকে ভিডিও এবং ফটোগ্রাফি-সহ প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়। এই মামলায় রমেশ সিং রাঘবকে অ্যাডভোকেট কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করেছে আদালত।

মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমীক্ষার বিষয়ে আদালতের নির্দেশের কথা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের জানানো হয়।

মসজিদ কমিটির সঙ্গে যুক্ত আইনজীবী জাফর আলী বিবিসি হিন্দিকে বলেছিলেন, "আদালত প্রাঙ্গণে আমরা গেরুয়া পোশাক পরা বেশ কয়েকজনকে চলাফেরা করতে দেখে আমাদের সন্দেহ হয় যে কিছু একটা ঘটছে।"

"বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সম্ভল পুলিশের তরফে আমাদের বলা হয় যে আমাদের মসজিদ চত্বরে পৌঁছতে হবে কারণ আদালতের নির্দেশে সমীক্ষা চলবে।"

রমেশ সিং রাঘবের নেতৃত্বে ১৯শে নভেম্বর বিকেলে প্রথমবার মসজিদে গিয়েছিল জরিপের দায়িত্বে থাকা দল। সেই সময় সম্ভলের পুলিশ সুপার কৃষ্ণ কুমার জানিয়েছিলেন, মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ছিল সেদিনের সমীক্ষা।

তিনি বলেছিলেন, "আদালতের নির্দেশে পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতিতে জরিপ সম্পন্ন হয়। সেই সময় কোনও বিশৃঙ্খলা হয়নি। নিরাপত্তার দিক থেকে মসজিদ চত্বরে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।"

সম্ভলের জেলাশাসক রাজেন্দ্র পেনসিয়া জানিয়েছেন, সেইবার রাত হয়ে যাওয়ায় সমীক্ষা শেষ করা যায়নি। তাই রোববার সমীক্ষার জন্য আবার গিয়েছিল ওই দল।

জেলা শাসক জানিয়েছেন রোববার, জরিপ ভালোই চলছিল, কিন্তু মসজিদের বাইরে পৌঁছে একদল বিক্ষুব্ধ মানুষ হঠাৎই পুলিশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয় এবং সহিংসতার ঘটনায় পরিণত হয়।

শাহী জামা মসজিদ, যা সম্ভলের স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে জামা মসজিদ নামেই পরিচিত, একটা শতাব্দী প্রাচীন মসজিদ। সম্ভলের ঐতিহাসিক

এরপর ৩ পাতায়

শ্রী রাম স্বাভিমান পরিষদের প্রথম হিন্দু রাষ্ট্র অধিবেশন অনুষ্ঠিত

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : কলকাতা মহানগরীতে "শ্রী রাম স্বাভিমান পরিষদ" এর প্রথম হিন্দু রাষ্ট্র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫টিরও বেশি হিন্দু সংগঠন এই অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করে এবং হিন্দু রাষ্ট্রের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে। শ্রী রাম স্বাভিমান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সুরজ কুমার সিং-এর উদ্যোগে, হিন্দু কর্মী ও সংগঠনগুলিকে পরিষদ কর্তৃক "ধর্মবীর পুরস্কার" দিয়ে সম্মানিত করা হয়। যাতে এটি সমাজে হিন্দুত্বের পক্ষে কাজ করা লড়াকু সংগঠন এবং ধর্মীয় নেতাদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে। সংগঠনের তরফে, অঞ্জনী পুত্র সেনা, হিন্দুত্ব নেতা বীরবাহাদুর সিং, প্রমোদ দুবে, জয় অফ শেয়ারিং ফাউন্ডেশন এবং ইউনিটি ডিসক্রাইব স্ট্রেন্থের মতো সংগঠনগুলি, যারা হাওড়ায় বিখ্যাত রাম নবমী শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল, তারাও ধর্মবীর পুরস্কার - ২০২৪-এ দিয়ে সম্মানিত করা হয়। ২০০ টিরও বেশি সনাতন প্রেমীদের উপস্থিতিতে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গে একটি যৌথ হিন্দি ফোরাম প্রতিষ্ঠিত হবে যেখানে শতাধিক সংগঠন যোগ দেবে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে। একই সময়ে, হাওড়ায় হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির পক্ষ থেকে মন্দির এবং পুরোহিতদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়েছিল যাতে মন্দিরগুলি সংযুক্ত এবং একত্রিত হয়।

ওয়াকফ বিলের বিরোধিতা তৃণমূল

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ওয়াকফ বিল নিয়ে প্রথম থেকেই সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। সূত্রের খবর, এবার পথে নামতে চলেছে তৃণমূল-কংগ্রেসশুরু হল সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। সূত্রের খবর, চলতি অধিবেশনে বড় ইস্যু হতে চলেছে ওয়াকফ বিল। ওয়াকফ বিলের বিরোধীতায় পথে নামতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগামী শনিবার ৩০ নভেম্বর সভা ডাকল রাজ্যের শাসক দল।আগামী শনিবার, ৩০ নভেম্বর দলের সংখ্যালঘু সেলকে বড় সমাবেশ করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন রানি রাসমণি রোডে এই সভা হবে। সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশারাফ হোসেন এই সভা করবেন। ওয়াকফ বিল নিয়ে দলের অবস্থান স্পষ্ট করবেন লোকসভায় তৃণমূলের মুখ্যসচেতক কল্যাণ বন্দ্যাপাধ্যায়, থাকবেন মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। এছাড়া ওয়াকফ বিলের বিরোধীতায় প্রস্তাব আসার কথা বিধানসভাতেও।

কাশ্মীর নিয়ে স্পষ্ট বার্তা মোদির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাজুটির জয় নিশ্চিত করার পর কংগ্রেসকে উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা আর ফিরবে না। কেউ চাইলে বা প্রতিশ্রুতি দিলেও এটি আর সম্ভব নয়।

সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্স-কংগ্রেস জোট সরকার গঠন করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ কাশ্মীরকে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে বিজেপি সদর দফতরে দেওয়া ভাষণে মোদি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, এই দাবি পূরণ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

২০১৯ সালে ৩৭০ ধারা বাতিলের পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদাও ছিনিয়ে নেয় কেন্দ্র। ৩৭০ নিয়ে কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে যেমন ক্ষোভ রয়েছে, তেমনই ক্ষোভ রয়েছে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা হারানো নিয়েও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীরবাসীকে পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তবে ৩৭০ ধারা ফেরানোর কোনো প্রশ্নই নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন,

এরপর ৪ পাতায়

পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়, ঘটনায় অভিযুক্ত গ্রেপ্তার। ঘটনাটি হুগলির ধোনেখালি

বেবি চক্রবর্ত্তী:হুগলী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হুগলি জেরার অন্তর্গত গুড়াপে পাঁচ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ। প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় তাঁকে। নাবালিকার বাবার বক্তব্যে জানা যায় বাচ্চার বায়নাতে মাংস কিনতে গিয়েছিল ফিরে এসে বাচ্চাটিকে আর ঘরে দেখতে পায় না, বহু খোঁজা খুঁজির পর নাবালিকার রক্তাক্ত নিতর দেহ উদ্ধার হয় প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে।হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ধর্ষণ ও খুনের মামলা দায়ের হল গুড়াপ থানায়।দেহের ময়নাতদন্ত হবে সোমবার। রবিবার সন্ধের পর থেকে চোপা গ্রামে নিজের বাড়িতে ছিল না ওই শিশু। অনেকটা সময় পেরিয়ে গেলে বাড়ি না ফেরায় এলাকায় খোঁজ শুরু করেন তাঁর বাবা।রক্তাক্ত অবস্থায় ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে স্থানীয় ধনিয়াখালি হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁর বাবাই। সেখানে চিকিৎসকরা ওই নাবালিকাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

খবর পৌঁছয় গুড়াপ থানায়। এলাকায় থাকা টহলদারি ভ্যান ততক্ষণে ঘটনাস্থলে হাজির হয়। গোটা ঘটনা পুলিশকে জানান নির্যাতিতার বাবা। অভিযোগ দায়ের হয় গুড়াপ থানায়। যার ভিত্তিতে ওই প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও খুনের মামলা রুজু করে পুলিশ রবিবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাটির গুরুত্ব বিবেচনা করে তদন্তভার যায় ধনিয়াখালির সার্কেল ইন্সপেক্টরের কাঁধে। ঘটনার পর হুগলি জেলার পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসারা ঘটনাস্থলে যান। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এলাকাবাসী এবং নাবালিকার পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশ সুপার এই মামলার তদন্তের সহায়তার জন্য হুগলি জেলার উচ্চ পদস্থ কর্তাদের নিয়ে একটি দল গঠন করেছেন।

ময়নাতদন্তের জন্য সোমবার সকালে চুঁচুড়া জেলা সদর হাসপাতালে পৌছায়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পড়ে মৃত নাবালিকার বাবা জানান ওই অভিযুক্ত প্রতিবেশী এর আগেও নানা রকম জঘন্য কাজ করেছে এবং এই একই ধরনের কাজ কিছু গবাদি পশুর সাথেও করেছিল এইরকম ঘটনা ঘটবে আগে থেকে বোঝা যায়নি।

পাড়ার এক ব্যক্তি জানান অভিযুক্তের, দুটো বিয়ে হয়েছিল আগে। এখানে সবসময় থাকে না। বৈঁচিতে শ্বশুরবাড়ি। সেখানে যায় মাঝে মধ্যে। চুরি করার স্বভাব রয়েছে। একই সঙ্গে এই ধরনের জঘন্য কাজ করার স্বভাব তার চিরকাল আছে। এলাকাবাসী থেকে নাবালিকার পরিবার সকলের দাবি কঠিন থেকে কঠিনতম সাজা হোক অভিযুক্তের। অভিযুক্তকে চুঁচুড়া জেলা আদালতে ফেশ করে পুলিশি রিমান্ডে নেওয়ার অনুরোধ করবে থানা।

শেষ কালীঘাটের বৈঠক,

কর্মসমিতিতে বিমান-কল্যাণ-মালা-সহ ৫ নতুন মুখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেষ কালীঘাটের কর্মসমিতির বৈঠক। বেরিয়ে দলের তরফে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন। জানান, উপনির্বাচনের ফলের জন্য রাজ্যবাসীকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সকলের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন। এর পরই দলের কর্মসমিতির নতুন ৫ সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন চন্দ্রিমা।

সার্বিক ইস্যুতে সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতে পারবেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মানস ভুঁইঞা, কুণাল ঘোষ, শশী পাঁজা, সুমন কাঞ্জিলাল। মুখপাত্রদের কো-অর্ডিনেট করবেন অরূপ বিশ্বাস।এছাড়া জানান, মোট তিনটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তাতে কারা থাকছেন, তাঁদের নামও জানালেন তিনি। বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নতুন মুখপাত্রদের নামও জানালেন চন্দ্রিমা।

কর্মসমিতির বৈঠকে দলের রদবদল হতে পারে, তা আগেই শোনা যাচ্ছিল। কে কে বাদ পড়বেন, কার হাতেই যা দেওয়া হবে নতুন দায়িত্ব তা নিয়ে জল্পনাও চলছিল। এদিনের বৈঠক শেষ হতেই চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দিলেন রদবদলের তথ্য। জানা যাচ্ছে, কর্মসমিতির সদস্য হচ্ছেন আরও ৫ জন। তাঁরা হলেন, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মালা রায়, মানস ভুঁইঞা, জাভেদ খান। সংবাদমাধ্যমের সামনে যারা তৃণমূলের হয়ে বক্তব্য রাখবেন, এদিন তাঁদের নামও ঘোষণা করেছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। জানিয়েছে, অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে বলবেন অমিত মিত্র, চন্দ্রিমা ভট্টচার্য। শিল্পের ক্ষেত্রে শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক। উত্তরবঙ্গের যে কোনও ইস্যুতে বলবেন গৌতম দেব, উদয়ন গুহ, প্রকাশ চিক বরাইক। ঝাড়গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে বলবেন বীরবাহা হাঁসদা। চা বাগান সংক্রান্ত ইস্যুতে বলবেন মলয় ঘটক।

১-ম পাতার পর

বাংলাদেশে আটক হিন্দু সন্ন্যাসী কৃষ্ণদাস প্রভু, ঢাকা বিমানবন্দর থেকে নিয়ে যাওয়া হল কোথায়?

আসাদুজ্জামান স্বয়ং এই প্রস্তাব দেন। দেশের সংবিধানের ১৫তম সংশোধনীর বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টে শুনানি চলছিল। সেই সময় আসাদুজ্জামান সংবিধানকে নতুন করে সংশোধনের পক্ষে, 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি ছেঁটে ফেলার পক্ষে সওয়াল করেন বলে খবর। আসাদুজ্জামান জানান, দেশের সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ', 'সমাজতন্ত্র', 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর মতো শব্দ বাদ দেওয়া উচিত। সংবিধানে মুজিবকে যে 'জাতির জনক' বলে উল্লেখ করা হয়, তাও হটানোর পক্ষে আসাদুজ্জামান। ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সিনিয়র উপদেষ্টা কাঞ্চন গুপ্তা বলেন, কৃষ্ণদাস প্রভু ওরফে চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী একজন হিন্দু নেতা এবং ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসাসনেস -এর সদস্য।সমাজ মাধ্যমে একটি পোস্ট করে কাঞ্চন গুপ্তা দাবি করেছেন, "নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার কৃষ্ণদাসকে গ্রেফতার করেছে। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, মুসলিমদের তরফে হিন্দুদের লক্ষ্য করে ঘৃণ্য হামলা চালানো হচ্ছে, এই অভিযোগে হিন্দুদের তরফে একটি বিশাল সভার নেতৃত্ব দেওয়ায় চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ তোলা হয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বড় এই নেতাকে ইউনুস সরকারের গোয়েন্দা শাখা নিয়ে গেছে।"সিএনএন-নিউজ ১৮-কে একাধিক সূত্র জানিয়েছে, তাঁর (চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী) বিরুদ্ধে একাধিক এফআইআর ও তদন্ত ঝুলে রয়েছে।

বাংলাদেশে থাকা একাধিক হিন্দু গোষ্ঠী দাবি করেছে, ISKCON-এর এই নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

১-ম পাতার পর

সংগঠন ঢেলে সাজালেন মমতা, রদবদল ঘটানো হল একাধিক পদে

ডিসেম্বরের পর সময় চাওয়া হবে, ডেলিগেশন যাবে অপরাজিতা বিল আইন হিসেবে অতি দ্রুত প্রয়োগ করার দাবি নিয়ে।জেলায় জেলায় মানুষের সাথে মানুষের পাশে কর্মসূচি এবার গ্রহণ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। মূল্যবৃদ্ধি, সারের মূল্যবৃদ্ধি, আবাসের টাকা, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা দেওয়ার দাবি তোলার পাশাপাশি বেকারত্ব নিয়ে আলোচনার দাবিতে তৃণমূল কংগ্রেস সড়ক হবে পার্লামেন্ট।মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়ে দিয়েছেন দলে শৃঙ্খলা ধরে রাখতে শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি যদি কাউকে পরপর তিনটি শোকজ নোটিশ পাঠায় এবং সে কোন জবাব না দেয় তবে সংশ্লিষ্ট দলের কর্মীকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র যাঁরা হবেন, সেটার কো -অডিনেট করবেন অরূপ বিশ্বাস।

দিল্লিতে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে যারা বলবেন, সেই মুখপাত্ররা হলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ডেরেক ও ব্রায়াম,সাগরিকা ঘোষ,কীর্তি আজাদ,সুস্মিতা দেব। দলের হয়ে অর্থনৈতিক বিষয় বক্তব্য পেশ করতে পারবেন অমিত মিত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।শিল্প বিষয় বক্তব্য রাখতে পারবেন শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিক।উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিষয়ক দলীয় বক্তব্য পেশ করার জন্য নাম মনোনীত হয়েছে গৌতিম দেব,উদয়ন গুহ ওপ্রকাশ চিকের।ঝাড়গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারবেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।চা বাগান সংক্রান্ত বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করার জন্য মনোনীত হয়েছেন মন্ত্রী মলয় ঘটক।সার্বিক ইস্যুতে দলের হয়ে যারা বক্তব্য তুলে ধরতে পারবেন তারা হলেন, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মানস ভূঁইয়া,কুণাল ঘোষ,শশী পাঁজা,সুমন কাঞ্জিলাল ও মলয় ঘটক।

'৩৪ বছরের শাসন মানসিকতাতে মেদ বাড়িয়েছে',

বিকাশরঞ্জনের এ কী স্বীকারোক্তি?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের মধ্যে ব্যক্তি প্রবণতা নিয়ে আগেই মুখ খুলেছিলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। সিপিআইএম-এর রক্তক্ষরণ কোনভাবেই কমছে না। কীভাবে মিটবে এই সমস্যা সেই বিষয়েও রয়েছে নানান ধোঁয়াশা। এবার কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর বিস্ফোরক দাবি করলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় স্তরে মানুষের কাছে পৌঁছানো গেলেও স্থানীয় স্তরে দুর্বলতা থেকে যাচ্ছেই।কসবার গুলিকাণ্ডের নেপথ্যে কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন বাম আমলের দুর্নীতির তত্ত্ব। তাঁর দাবি, কসবা-বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় যা যা দুর্নীতি হয়েছে, তার বেশিরভাগই বাম আমলের। তারই পাল্টা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বাম আমলে কিছু দুর্নীতি হয়নি বলব না , কিন্তু আমরা রোখার চেষ্টা করতাম কিন্তু এখন বেলাগাম জমি দুর্নীতি চলছে।"কসবার গুলিকাণ্ডের নেপথ্যে কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন বাম আমলের দুর্নীতির তত্ত্ব। তাঁর দাবি, কসবা-বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় যা যা দুর্নীতি হয়েছে, তার বেশিরভাগই বাম আমলের। তারই পাল্টা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "বাম আমলে কিছু দুর্নীতি হয়নি বলব না , কিন্তু আমরা রোখার চেষ্টা করতাম কিন্তু এখন বেলাগাম জমি দুর্নীতি চলছে।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'কর্মীদের মধ্যে ২০১১ এর পর থেকে অদ্ভুত ভয় আছে, এটা কাটানো উচিত। নেতৃত্ব কখনই দায় এড়াতে পারেনা। নেতাদেরও নিচু তলায় যেতে হবে। ফাঁক নিশ্চয় থেকে যাচ্ছে। বামফ্রন্টের আমলে যারা সুবিধা পেয়েছেন তারা হয়ত সংগঠিত করতে ভয় পাচ্ছেন। যারা ৩৪ বছর আরামে ছিলেন। তাঁরা ৩৪ বছরে শাসন ক্ষমতা মানসিকতাতে মেদ বাড়িয়েছে। কান্তি দা নিচু তলার মানুষের সঙ্গে মেশেন। উনি ঠিক কথা বলেছেন।'

তিনি আরও বলেন, 'আত্মপ্রচারের ঝোঁক বিপদজনক। সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষের সমর্থন দেখে যারা ভেবেছেন মানুষ আছেন সেটা সঠিক নয়। সোশ্যাল মিডিয়া করুন কিন্তু শুধুই সোশ্যাল মিডিয়া তে থাকলে সংগঠন হবেনা। সংগঠন নিচু তলায় বুথে তৈরি করতে হবে। আমরা বিরোধী দের সঙ্গে আড্ডা তর্ক করতাম, মানুষের সঙ্গে মিশেই পার্টি করেছি আমার মনে হচ্ছে এখন তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এটা মিসিং, নইলে এমন পরিণতি হবে কেন? নিচু তলায় যাতায়াত এ ঘাটতি আছে। বুথভিত্তিক সংগঠন করতে বারবার পার্টি বলছে, সেটাই করতেই হবে। ধৈর্য্য ধরতে হবে। শূন্য কে নিয়েও আলোচনা হচ্ছে কারন বামপন্থীদের ওপর মানুষ ভরসা করে।

প্রধানমন্ত্রী: 'সহকার সে সমৃদ্ধি' ভাবনার লক্ষ্য

সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী করে তোলা

নয়াদিল্লি, ২৫ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বলেছেন যে, 'সহকার সে সমৃদ্ধি' ভাবনার লক্ষ্য সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী করে তোলা। শ্রী মোদী বলেছেন, শ্রী অমিত শাহের লিখিত নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে, কিভাবে প্রশাসনিক ও নীতিগত সংস্কার সমবায় ক্ষেত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ'র একটি এক্স পোস্টের জবাবে শ্রী মোদী বলেছেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী @অসরঃঝযধয তুলে ধরেছেন কিভাবে প্রশাসনিক ও নীতিগত সংস্কার সমবায় ক্ষেত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছে। তিনি বলেছেন যে, 'সহকার সে সমৃদ্ধি ভাবনার লক্ষ্য সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী করে তোলা"।

২ পাতার পর

উত্তর প্রদেশের শাহী জামা মসজিদ নিয়ে যে কারণে বিতর্ক হচ্ছে

এই মসজিদ ঠিক কবে নির্মাণ করা হয়েছিল, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। হিন্দু পক্ষ আদালতে দাবি করেছে যে এটি মুঘল শাসক বাবরের নির্দেশে হিন্দু মন্দিরের জায়গায় এই মসজিদ তৈরি করা হয়েছিল।

সম্ভলের ইতিহাস 'তারিখ-এ সম্ভল' বইয়ের লেখক মাওলানা মোঈদ। তিনি বিবিসি হিন্দিকে বলেছেন, "বাবর এই মসজিদ মেরামত করিয়েছিলেন। কাজেই এই তথ্য সঠিক নয় যে এই মসজিদ বাবর নির্মাণ করেছিলেন।"

তার কথায়, "এটা ঐতিহাসিক সত্য যে ১৫২৬ সালে লোধী শাসকদের পরাজিত করে বাবর সম্ভল সফর করেছিলেন। কিন্তু জামা মসজিদ তিনি নির্মাণ করেননি।"

মাওলানা মঈদের মতে, সম্ভবত তুঘলক আমলে তৈরি হয়েছিল এই মসজিদ। কারণ তার পর্যবেক্ষণ বলছে মসজিদের নির্মাণশৈলী মুঘল আমলের সঙ্গে মেলে না।

১৯২০ সালে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার বা পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধীনে এই ভবনকে সুরক্ষিত ভবন হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এটা জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন ভবনও বটে। আপাতত ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই মসজিদের জরিপ চলছে।

পিটিশনে কী বলা হয়েছে

আবেদনকারী মহন্ত ঋষিরাজ গিরির বক্তব্য, "আমরা বিশ্বাস করি এই মসজিদ যেখানে রয়েছে সেখানে হরিহর মন্দির ছিল। এর কাঠামোও মন্দিরের মতো। আমরা আমাদের মন্দির ফিরে পেতে চাই এবং সেই জন্য আইনি লড়াই করছি।"

হিন্দু পক্ষের পক্ষে দায়ের করা আবেদনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ সর্বেক্ষণ, প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের মেরাঠ জোনের সুপারিনটেনডেন্ট, সম্ভলের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং মসজিদের পরিচালনা কমিটিকে বাদী করা হয়েছে।

পিটিশনে বলা হয়েছে জামা মসজিদের ভবন আসলে শতাব্দী প্রাচীন হরিহর মন্দির, যা ভগবান কল্কিকে উৎসর্গ করা হয়েছে।

আবেদনকারীরা জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে ভগবান কল্কি সম্ভলে অবতীর্ণ হবেন বলেও বিশ্বাস করা হয়। আবেদনকারীদের বক্তব্য, তারা হিন্দু, মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী। ওই ভবনে ভগবান শিব ও বিষ্ণুর উপাসক এবং কল্কি অবতারের পুজো করা তাদের অধিকার। এই মসজিদ সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক এবং সবাই যাতে অবাধে যাতায়াত করতে পারে সেই আর্জি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তারা (আবেদনকারীরা)। আদালত এই আবেদন গ্রহণ করে ওইদিনই জরিপের জন্য নোটিশ জারি করে।

মসজিদকে ঘিরে বিতর্ক নতুন নয়

এর আগেও এই মসজিদকে কেন্দ্র করে বিতর্ক হয়েছে। ১৯৭৬ সালে মসজিদের ইমামকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় সেখানে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৮০ সালে পার্শ্ববর্তী শহর মোরাদাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে তার উত্তাপ সম্ভলেও পৌঁছায়।

এদিকে, জামা মসজিদের ভবনে একসময় হিন্দু মন্দির ছিল এই দাবি আগেও জানিয়ে এসেছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। শিবরাত্রির সময় ওই প্রাঙ্গণে নির্মিত কূপের পুজো দেওয়ার চেষ্টা হয় বলেও মুসলিম সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে এই প্রথম আদালতে এই মসজিদকে নিয়ে কোনও মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুসলিম পক্ষের আইনজীবী মাসুদ আহমেদ বলেছেন, "মামলা দায়ের করে এই মসজিদকে বিতর্কিত বানানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আগে এই নিয়ে কোনও মামলা হয়নি।"

মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে জাফর আলীও একই কথা বলেছেন। তার মতে, "এই মসজিদ নিয়ে কিন্তু কোনও আইনি বিবাদ নেই। যদিও হিন্দু সংগঠনগুলো মাঝে সাঝেই এই মসজিদ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি করে।"

অ্যাডভোকেট মাসুদ আহমেদ বলছেন, "বিস্ময়কর বিষয় হলো, মঙ্গলবার বিকেলে আদালতে এই মামলা দায়ের করা হলো, বিরোধীদের বক্তব্য না শুনেই জরিপের নির্দেশ দেওয়া হলো এবং একই দিন সন্ধ্যায় জরিপও করা হলো। অথচ ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত সময় রয়েছে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার। এতেই বোঝা যাচ্ছে গোটা পরিকল্পনার আড়ালে একটা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে।" "তবে আমরা আইনি লড়াই লড়তে প্রস্তুত। অপরপক্ষের দাবি আদালতে টিকবে না।"

নিজ দেশেও বিপাকে আদানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদানি গোষ্ঠীর ১০০ কোটি টাকার তহবিল ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতের তেলেঙ্গনা সরকার। যুব সম্প্রদায়ের জন্য কারিগারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তেলেঙ্গনার কংগ্রেস সরকার। সেই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরিতে অনেক শিল্পপতিই উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। বিনিয়োগকারীদের তালিকায় ছিল আদানি গোষ্ঠী। কিন্তু সেই টাকা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তেলেঙ্গনা সরকার। সম্প্রতি 'ঘুষ' বিতর্কে আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার গৌতম আদানিসহ সাত জনের নাম জড়িয়েছে। সেই আবহেই ১০০ কোটি তহবিল ফেরানোর কথা জানালেন তেলেঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি।

রেবন্ত জানিয়েছেন, কারিগারি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির জন্য রাজ্য সরকার কোনও সংস্থার থেকে কোনও অনুদান বা তহবিল নেবে না। তেলেঙ্গনার মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'গতকাল সরকারের পক্ষে আদানি গোষ্ঠীকে চিঠি লিখে ১০০ কোটি তহবিল না নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে।'

গত ১৮ অক্টোবর আদানি গোষ্ঠীর পক্ষে কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির জন্য ১০০ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করা হবে না বলেই জানান রেবন্ত। তিনি স্পষ্ট করেন, দরপত্র ডেকেই বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির ব্যাপারে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ৩১৮ সংখ্যা ২৬ নভেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

নিজ দেশেও বিপাকে আদানি

সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যদিও আদানিদের টাকা ফেরানোর সঙ্গে 'ঘুষ' কাণ্ডের কোনও যোগ রয়েছে, তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আদানিদের বিনিয়োগ নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছিল তেলেঙ্গনার কংগ্রেস সরকার। অতীতে আদানিদের নিয়ে বার বার সোচ্চার হতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেসকে। এমনকি সংসদেও বিরোধীরা আদানি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। সেই পরিস্থিতিতে তেলেঙ্গানার সরকারের আদানির থেকে টাকা নেওয়া কংগ্রেসের 'দ্বৈত মানসিকতা' বলে কটাক্ষ করেছিল বিজেপিসহ বিরোধীরা।

কয়েকটি রাজ্যে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ভারতের 'সরকারি কর্মকর্তাদের' (যাঁর মধ্যে নেতা-মন্ত্রীরাও রয়েছেন) ২৬.৫ কোটি ডলার (প্রায় ২২৩৭ কোটি টাকা) ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘনিষ্ঠ' শিল্পপতি আদানির বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিদ্যুৎ নিগমের কর্মকর্তাদের ওই ঘুষ দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। গৌতম, তার ভাইপো সাগরসহ মোট সাত জনের বিরুদ্ধে আমেরিকার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন মোট পাঁচটি ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলা দায়ের করেছে। আমেরিকার কয়েকটি সংবাদমাধ্যমের দাবি, ইতোমধ্যেই গৌতম এবং সাগরের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, গৌতমদের বিরুদ্ধে আমেরিকার আদালত সমনও পাঠিয়েছে।

সম্পাদকীয়

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের সূচনায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

এটা শীতকালীন অধিবেশন এবং আবহাওয়াও ঠান্ডা থাকবে। আমরা ২০২৪-এর শেষ পর্যায়ে এবং দেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে ২০২৫'কে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে।

বন্ধুগণ,

সংসদের এই অধিবেশন অনেক দিক দিয়েই বিশেষ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি, সেটি হ'ল - আমাদের সংবিধানের ৭৫ বছরের যাত্রা। কারণ, এটি ৭৫ বছরে পা দিচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। আগামীকাল আমরা সংবিধান সভায় আমাদের সংবিধানের ৭৫তম বর্ষ পালন শুরু করব একসঙ্গে। সংবিধান নির্মাতারা খসড়া রচনার সময় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতিটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, যার ফল এই সুন্দর নথিটি। এটির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ আমাদের সংসদ ও তার সদস্যগণ। সংসদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর আলোচনা, যেখানে যত বেশি সংখ্যক মানুষের যোগদান সম্ভব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিরা নিরত চেষ্টা করছে সংসদকে দখল করতে, তাকে অচল করে দেওয়ার অভিসন্ধি নিয়ে রাজনৈতিক লাভের জন্য। সংসদকে অচল করে দেওয়ার তাদের লক্ষ্য খুব কম সময়েই সফল হয়েছে। মানুষ তাদের কাজের প্রতি নজর রাখেন, সময় এলে শাস্তিও দেন। যাই হোক, সবচেয়ে অস্বস্তিকর বিষয়টি হ'ল- এই ধরনের আচরণ নতুন সাংসদদের অধিকার খর্ব করে - যাঁরা সব দল থেকেই নতুন ভাবনা ও প্রাণশক্তি নিয়ে আসেন। খুব কম সময়েই এই নতুন সদস্যরা সবাই বলার সুযোগ পান। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রজন্মের দায়িত্ব পরবর্তী প্রজন্মকে তৈরি করে দেওয়া। কিন্তু, যারা বারংবার মানুষের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন, ৮০, ৯০ বার, সংসদে আলোচনাও করতে দিচ্ছেন না, গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি এবং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও সম্মান জানাচ্ছেন না। মানুষের প্রতি তাদের কী দায়িত্ব, সেটাও তারা বোঝেন না। ফলে হয় কি, তারা মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হন, ভোটদাতারা তাদের পুনরায় প্রত্যাখ্যান করেন। বন্ধুগণ,

এই সভা গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ২০২৪-এর সংসদীয় নির্বাচনের পর রাজ্যে রাজ্যে দেশের মানুষ সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের ভাবনা-চিন্তা ও আশা-আকাঙ্খা ব্যক্ত করার। এই রাজ্যগুলির নির্বাচনের ফলাফল ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনের ফলকে আরও শক্তিশালী করেছে, সমর্থনের ভিত মজবুত করেছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আস্থা বৃদ্ধি করেছে। গণতন্ত্রে মানুষের মনোভাবকে সম্মান করা এবং তাঁদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে নিরন্তর কাজ করে যাওয়া আমাদের আবশ্য কর্তব্য। আমি বারবার বিরোধীদের কাছে আবেদন রেখেছি এবং কয়েকজন বিরোধী সদস্য অত্যন্ত দায়িত্বশীল ব্যবহারও করেছেন। তাঁরাও চান সভা সুষ্ঠুভাবে চলুক। তবে, মানুষের দ্বারা যারা প্রত্যাখ্যাত, তারা অনেক সময় তাদের সহকর্মীদের কণ্ঠও রোধ করেছেন, তাঁদের ভাবনাকে অসম্মানও করেছেন এবং গণতন্ত্রের মূল্যবোধকে অবহেলা করেছেন।

আমার আশা, সব দলের নতুন সদস্যরা সুযোগ পেয়েছেন। তাঁরা ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনী দৃষ্টিকোণ নিয়ে আসবেন। আজ সারা বিশ্ব অনেক আশা নিয়ে ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। সংসদের সদস্য হিসেবে আমাদের সময়টিকে ব্যবহার করতে হবে ভারতের আন্তর্জাতিক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণকে আরও বাড়াতে। এই ধরনের সুযোগ, যা বিশ্ব মঞ্চে ভারত পেয়েছে, তা খুব বিরল। ভারতের সংসদ থেকে যে বার্তা দেওয়া হবে, তাতে গণতন্ত্রের প্রতি ভোটদাতাদের নিষ্ঠা, সংবিধানের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা এবং সংসদীয় কাজকর্মে তাঁদের আস্থার প্রতিফলন থাকা উচিত। তাঁদের প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের তাঁদের মনোভাবকে যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত। এখন সময় এসেছে যে, এ যাবৎ যত সময় নষ্ট হয়েছে, তা পূরণ করতে সভায় বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই আলোচনা করে তা থেকে অনুপ্রেরণা পাক। আমি আশা করি, এই অধিবেশন হবে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। সংবিধানের ৭৫ বছরের গরিমা বৃদ্ধি করবে, ভারতের আন্তর্জাতিক অবস্থান শক্ত করবে, নতুন সাংসদদের সুযোগ দেবে এবং নতুন ভাবনাকে স্বাগত জানাবে। এই মনোভাব নিয়ে আমি আরও একবার সংসদের সকল মাননীয় সদস্যদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে এই অধিবেশনকে ব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ ও স্বাগত জানাই।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তৃতীয় পর্ব)

অর্থাৎ দীপান্বিতা কালীপুজোর একটা ধারাবাহিকতা থাকতে পারে, যদিও কালীর মূর্তিরূপের বদল ঘটেছে। কিন্তু হরপ্পাতেও নগ্ন মাতৃকা পাওয়া গেছে (নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ধর্ম ও সংস্কৃতি ১৬০)। এছাড়া ভয়াল মাতৃকা পাওয়া গেছে, সে আলোচনা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি। এবং গুপ্তযুগ ও গুপ্তোত্তর যুগে শবরদের মধ্যে পূজিতা অপর্ণার কথা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, যিনি নগ্নমাতৃকা (হিস্ট্রি অভ শাক্ত রিলিজিয়ন ৭৬), কাজেই উপমহাদেশে প্রকৃতিমাতৃকার এই বিশ্বপ্রসবিনী নগ্ন রূপেরও একটা ধারাবাহিকতা আছে।

দীপান্বিতা কালীপুজোর সঙ্গে কৈবল্য সংযোগের আরেকটি প্রমাণ বোধকরি চামুণ্ডা মূর্তির অস্থিচর্মসার রূপ, যার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ দন্তুরা চামুণ্ডা মূর্তি। বুদ্ধের অস্থিচর্মসার মূর্তির মত, এই মূর্তিটিও জাগতিক বিলাস ত্যাগের আহ্বান এবং ধ্রুপদী সাংখ্যের আদর্শে নির্মিত বলা যেতে পারে। বর্ধমান থেকে প্রাপ্ত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মিউজিয়ামে রক্ষিত দন্তুরা মূর্তি দ্রষ্টব্য।

আমাদের সভ্যতা আক্রান্ত হলে আমাদের মাতৃকারা যোদ্ধারূপ ধারণ করবেন সেটাই স্বাভাবিক। এই যুদ্ধদীর্ণ মাতৃকা-উপাসনা ধর্ম উপমহাদেশে বহু সহস্র বছর ধরে প্রতিরক্ষার জন্য কালীরূপ ধারণ করেছে। সেই রূপগুলি পালযুগ থেকে মধ্যযুগে স্পষ্ট হয়ে আমাদের আজকের মা কালী এসেছেন।সে কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমি এই প্রসঙ্গে উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের পরশুরাম মন্দিরগাত্রে একটি চামুণ্ডা মূর্তির কথাও বলতে চাই। এই চামুণ্ডা মূর্তির সঙ্গে কয়েকটি লক্ষ্মী অনুষঙ্গ দেখা যায়, পেঁচা অন্যতম। অর্থাৎ দীপান্বিতা কালীপুজোর একটি প্রাচীন সম্ভাবনা হিসেবে একে গণ্য করা যেতে পারে (কার্তিকী অমাবস্যায় মাতৃকা উপাসনার ক্ষেত্রে গৌড়বঙ্গে লক্ষ্মী যেহেতু কালীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত)। এই পরশুরাম মন্দির সপ্তম শতকে শৈলোদ্ভব রাজাদের শাসনের সময় তৈরি, কিন্তু এই মূর্তির গঠনে পালযুগের শৈলী আছে মনে হচ্ছে। এই চামুণ্ডামূর্তিটি জে-ইউন-শিন তাঁর গ্রন্থে মাতৃগণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন (৬১)। প্রেক্ষিত হল ভয়াল ও স্নেহময়ী মাতৃগণের মধ্যে এই মূর্তিটির অবস্থান। আমরা এই আলোচনায় ফিরব।

লক্ষ্মীর বাহন প্যাঁচা ও লক্ষ্মীর উপস্থিতিবাচক ঘটের উপস্থিতি। এই চামুণ্ডা একজন যোগিনী হিসেবে একটি মন্দিরের প্রাচীরগ্রাত্র রক্ষা করছেন। নিঃসন্দেহে পুরুষতান্ত্রিক কল্পনা, মাতৃকা যেখানে কেন্দ্রের বদলে পরিধিতে।। পরশুরাম বা পরশুরামেশ্বর মন্দির, ভুবনেশ্বর। ছবি পিন্টারেস্ট থেকে।

প্রচলিত বক্তব্য হল দীপান্বিতা কালীপুজোর বিধিব্যবস্থা অষ্টাদশ শতকে কাশীনাথ রচিত "কালীসপর্যাবিধি" গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়, এবং দীপান্বিতা কালীপুজো প্রথম সামাজিক ও সমষ্টিগত প্রচলনের K...wZZ¡ ivRv K...òP›`ªi ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

মার্কিন আদালতের পর আদানির বিরুদ্ধে এবার ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মামলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যুক্তরাষ্ট্রে ঘুষ প্রদান ও প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার পর এবার ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠী আদানি গ্রুপের চেয়ারপারসন গৌতম আদানির বিরুদ্ধে নিজ দেশের সুপ্রিম কোর্টে মামলা হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই মামলার আবেদন করেছেন অ্যাডভোকেট বিশাল তিওয়ারি। এর আগে আদানি-হিন্ডেনবার্গ বিতর্কের সময়ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন তিনি।

এদিকে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার মামলায় ইতোমধ্যেই গৌতম আদানি ও সাগর আদানির বিরুদ্ধে সমন পাঠিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটি ও এক্সচেঞ্জ কমিশন।

আহমেদাবাদে শান্তিবন ফার্মে গৌতম আদানির বাড়িতে এবং বোড়াকেভে সাগর আদানির বাড়িতে এই সমন নোটিস পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের সরকারি কর্মকর্তাদের সাড়ে ২৬ কোটি ডলারের ঘুষের মামলায় মার্কিন মুলুকে ভাইপোসহ অভিযুক্ত হন ধনকুবের গৌতম আদানি। এছাড়া বেশ কয়েকজন ভারতীয় ব্যবসায়ীও এই মামলায় অভিযুক্ত হন।

জানা গেছে, ওই মামলায় গৌতম আদানির পাশাপাশি সাগর আদানি, আদানি গ্রিন এনার্জি লিমিটেডের নির্বাহী এবং আজিউর পাওয়ার গ্লোবাল লিমিটেডের নির্বাহী সিরিল কাবানেসকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে।

অশান্ত মণিপুরে আরো ৭ দিন বন্ধ মোবাইল ইন্টারনেট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অশান্ত মণিপুর রাজ্যের সাত জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার মেয়াদ আরো বাড়িয়েছে ওই রাজ্যের সরকার। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে গত ১৬ নভেম্বর থেকেই মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ রয়েছে ওই জেলাগুলোতে। শনিবার মণিপুর সরকার নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছে, ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, কাকচিং, বিষ্ণুপুর, থৌবল, চূড়াচাঁদপুর এবং কাংপোকপি জেলায় আগামী সোমবার পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা।

গত ১৯ নভেম্বর থেকে মণিপুরের পাঁচ জেলায় কার্ফু আংশিক শিথিল হয়েছে। চালু করা হয়েছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা। কিন্তু মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা আপাতত বন্ধই রয়েছে। ওই আবহে ভারতের স্বরাষ্ট্র দফতর জানাল, রাজ্যে ক্রমবর্ধমান অশান্তির আবহে সাত জেলায় আরো দুদিনের জন্য মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে।

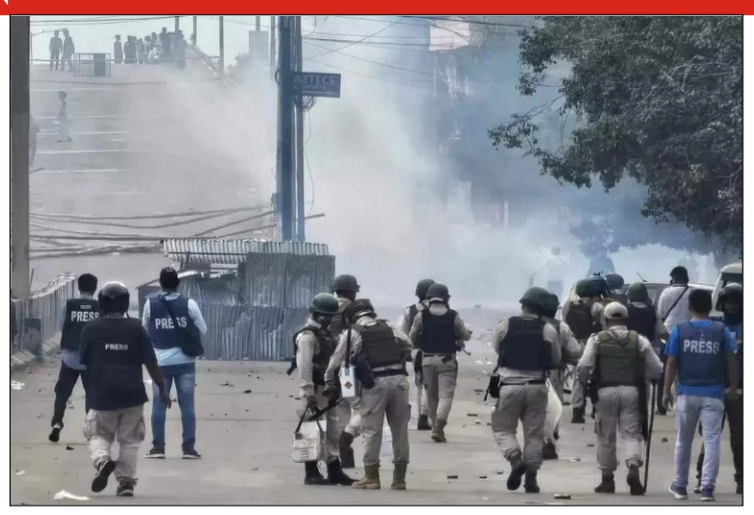

ইম্ফল এবং সংলগ্ন অঞ্চল এখনো অশান্ত। তবে ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, বিষ্ণুপুর, কাকচিং এবং থৌবালে কার্ফু আংশিক শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার থেকেই এই পাঁচ জেলায় ভোর ৫টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত কার্ফু শিথিল করা হয়েছে।

সম্প্রতি মণিপুরের জিরিবামে কুকি জঙ্গি এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। অভিযোগ, ওই সময় একদল কুকি উগ্রবাদী মেইতেই সম্প্রদায়ের তিন মহিলা এবং তিন শিশুকে অপহরণ করে। পরে দুই দফায় ছয়জনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। তাদের মৃতদেহ শনাক্ত করা যায়নি। তবে অনেকেরই অভিযোগ, অপহৃত ছয়জনের মৃতদেহ নদীতে ভেসে এসেছে। মৃতদেহ উদ্ধারের পর থেকে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় মণিপুরে। বিচার চেয়ে এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়ে ইম্ফলের রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু হয়।

উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকেই মণিপুরে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে মণিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর গোলাবারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ এবং আধাসামারিক যৌথ বাহিনী।

২ পাতার পর

কাশ্মীর নিয়ে স্পষ্ট বার্তা মোদির

কিছু রাজনৈতিক দল দেশে দুই রকম সংবিধান চাইছে। তবে মহারাষ্ট্রে জয়ের পর আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই, দেশে শুধুমাত্র বাবাসাহেব আম্বেদকরের সংবিধান থাকবে। দ্বিতীয় কোনও সংবিধান হবে না। কেউ কেউ জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা ফেরাতে চাইছে। কিন্তু তাদের আজ আমি বলে দিচ্ছি, চাইলেও তারা কেউ ৩৭০ ধারা ফেরাতে পারবে না।

কংগ্রেসের সমালোচনা করে মোদি বলেন, কংগ্রেস তোষণের জন্য আইন বানায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেরও তোয়াক্কা করেনি তারা। সংবিধানে ওয়াকফ আইনের কোনও জায়গাই নেই। ভোটব্যাংক তোষণের জন্য তারা আলাদা করে ওয়াকফ আইন বানিয়েছে। কংগ্রেসের নীতিকে দেশের জন্য ক্ষতিকর বলেও উল্লেখ করেন নরেন্দ্র মোদি।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশটির প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসকে 'পরজীবী পার্টি' বলে উল্লেখ করে বলেন, নিজেদের দমে সরকার গড়ার ক্ষমতা নেই কংগ্রেসের। তবু তাদের অহংকার আকাশছোঁয়া। মহারাষ্ট্রের মহা বিকাশ আঘাড়ি জোটের ব্যর্থতা তার প্রমাণ।

মহাজুটির নেতৃত্বের প্রশংসা করে মোদি বলেন, এই জয় মহারাষ্ট্রের মানুষদের আস্থা ও বিজেপির কাজের প্রতিফল।এসময় তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেসের 'দ্বিচারিতা ও অহংকার' তাদের ডুবিয়েছে এবং তাদের জোট শরিকদেরও ডুবিয়েছে।

মহারাষ্ট্রের ২৮৮টি বিধানসভা আসনের মধ্যে বিজেপি জয় পেয়েছে ১৩২ আসনে। এনডিএ-র বাকি শরিক দল শিবসেনা (একনাথ শিন্ডে গোষ্ঠী) এবং এনসিপি (অজিত পওয়ার গোষ্ঠী) পেয়েছে যথাক্রমে ৫৭ এবং ৪১ আসন। বাকি দুই শরিক আঞ্চলিক দল জিতেছে তিনটি আসন। মরাঠাভূমে 'মহাজুটি' জোট জয় পেয়েছে ২৩৪ আসনে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যিনি মিষ্টভাষী বৃদ্ধগণকে সেবা করেন, প্রিয়দর্শন, স্বল্পভাষী, অদীর্ঘসূত্রী অথাৎ কোন কাজে অধিক সময় ব্যয় করেন না, ধার্মিক, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্যান, অগর্বিত, যিনি জনগণের সেবাপরায়ণ ও পরকে পীড়া দেন না, যিনি ধীরে সণান করেন, দ্রুত আহার করেন, ফুল তোলার পর গন্ধ নেন না, পরস্ত্রী দর্শন করেন না এবং সংযত সে ব্যক্তিই আমার প্রিয়।

লক্ষ্মী দেবীর আবাস

লক্ষ্মী দেবী গৃহিণীদের মধ্যে গৃহলক্ষ্মী হয়ে বাস করেন। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

মানসিক চিকিৎসা নিচ্ছেন আমির ও ইরা খান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট খ্যাত অভিনেতা আমির খান। শুধু অভিনেতা বললে ভুল হবে, তিনি একজন প্রযোজক তথা পরিচালকও। তবে পেশাগত দিকের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও বহুবার খবরের শিরোনামে দেখা গেছে এই নায়ককে। জানা গেছে, এক মানসিক সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন আমির ও তার মেয়ে ইরা খান। ফলে দুজনকেই দৌড়াতে হচ্ছে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। সম্প্রতি এ বিষয়ে মুখ খোলেন আমির খান।

সম্প্রতি আমির খান জানিয়েছেন, তিনি তার মেয়ে ইরা খানকে নিয়ে একটি বিশেষ ধরনের থেরাপি নিচ্ছেন। এই থেরাপির মাধ্যমে নাকি বাবা মেয়ের সম্পর্ক আগের থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হবে বলে আশাবাদী অভিনেতা। মানসিক প্রশান্তি এবং দুজনের সম্পর্কের উন্নতির জন্যই মূলত এই থেরাপি নেয়া।

এক বছর ধরে বাবা-মেয়ে একসঙ্গে এই থেরাপি নিচ্ছেন। এবার ঠিক কতটা মজবুত হলো তাদের সম্পর্ক, সে বিষয়েও কথা বলেন আমির।

সম্প্রতি নেটফিক্সের একটি পডকাস্টে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করতে গিয়ে আমির খান বলেন, 'আমি আর আমার মেয়ে জয়েন্ট থেরাপি নিচ্ছি। আমাদের সম্পর্কের মধ্যে কিছু সমস্যার সমাধান করার জন্যই এই কাজ করছি আমি। আমি একটু অস্বস্তিতে ছিলাম ঠিকই, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।'

আমির আরো বলেন, 'আমরা দুজনই বেশ কয়েক বছর ধরে থেরাপিস্টের কাছে যাচ্ছি। এটি সত্যি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে আমাদের জীবনে। আমার মনে হয়, সবারই থেরাপিস্টের কাছে যাওয়া উচিত, যদি জীবনে কোনো মানসিক চাপ বা সম্পর্কে কোনো সমস্যা থেকে থাকে। জীবন এবং সম্পর্কের মান দুটোই উন্নত হয়।'

এই থেরাপি নিয়ে আমির খানের মেয়ে ইরা বলেন, 'আমাদের সম্পর্কে যে সমস্যা ছিল, তা অনেকটাই কেটে গেছে এই থেরাপি নেয়ার পর। এটি শুধু আমাদের সম্পর্কের উন্নতি ঘটাচ্ছে না, একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বোঝাপড়া বাড়ছে ধীরে ধীরে।'

প্রসঙ্গত, ১৯৮৬ সালে রিনা দত্তকে বিয়ে করেছিলেন আমির। ২০০২ সালে সেই সম্পর্কের ইতি টানেন তারা। ইরা রিনা এবং আমিরের মেয়ে। ২০০৫ সালে ফের কিরণ রাওকে বিয়ে করেন আমির। কিরণ এবং আমিরের সন্তানের নাম জুনায়েদ। তবে দুর্ভাগ্যবশত ২০২১ সালে এই সম্পর্কেও ইতি টানেন আমির।

দ্বন্দ্ব চরমে, এবার নয়নতারাকে ধানুশের আল্টিমেটাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তুমুল দ্বন্দ্বে জড়ালেন ভারতের দক্ষিণী ছবির দুই সুপারস্টার ধানুশ ও নয়নতারা। মূলত একটি তথ্যচিত্রে সিনেমার ফুটেজ ব্যবহার নিয়ে তাদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছে। যা নিয়ে প্রকাশ্যে ধানুশের সমালোচনা করেছেন নয়নতারা। বিপরীতে ধানুশ কোনো মন্তব্য না করলেও আইনজীবীর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন কড়া বার্তা। নয়নতারাকে দিয়েছেন ২৪ ঘণ্টার আলটিমেটাম। নয়তো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে, এমন হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে নেটফ্লিক্স থেকে তথ্যচিত্রটি সরিয়ে নেওয়ার আলটিমেটাম দিয়েছেন ধানুশের আইনজীবী। লিগ্যাল স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে, '২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হলো। 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেল' থেকে 'নানুম রাউডি ধান' সিনেমার বিনা অনুমতিতে নেওয়া দৃশ্য সরিয়ে ফেলতে বলুন। তা না হলে আমার মক্কেল শুধু ১০ কোটি রুপির ক্ষতিপূরণ নয়, আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন।'

নয়নতারার অভিনয়জীবন, মালয়ালম সিনেমা দিয়ে যাত্রা শুরু করে তামিল, তেলুগু ও কন্নড়েও 'লেডি সুপারস্টার' হয়ে ওঠা, তার বিয়ে ও ব্যক্তিজীবন- সবকিছু নিয়ে একটি তথ্যচিত্র বানানো হয়েছে। 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেল' নামের তথ্যচিত্রটি অভিনেত্রীর জন্মদিনে প্রকাশ করেছে নেটফ্লিক্স। এ তথ্যচিত্র নিয়েই মূলত দ্বন্দ্বে জড়িয়েছেন নয়নতারা ও ধানুশ।

প্রায় এক দশক আগে ধানুশের প্রযোজনায় একটি সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন নয়নতারা। নাম 'নানুম রাউডি ধান'। নয়নতারার ক্যারিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক এটি। ফলে অভিনেত্রী চেয়েছিলেন, সিনেমার কিছু ফুটেজ ও গানের অংশবিশেষ ব্যবহার করবেন তথ্যচিত্রে। যেহেতু কপিরাইটের ব্যাপার থাকে, তাই ধানুশের কাছে অনুমতি চান নয়নতারা।

অভিনেত্রীর অভিযোগ, দুই বছর ধরে বারবার অনুরোধ করার পরও নাকি রাজি হননি ধানুশ। পরে নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারিটেলের ট্রেলারে নানুম রাউডি ধান সিনেমার ৩ সেকেন্ডের একটি ফুটেজ ব্যবহার করেন। এতে চটে যান ধানুশ। আইনি নোটিশ পাঠিয়ে ১০ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন নয়নতারার কাছে। ধানুশের এমন ব্যবহারে কষ্ট পেয়েছেন অভিনেত্রী। অভিযোগ করেছেন, প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই নাকি এমনটি করেছেন ধানুশ।

পরে ইনস্টাগ্রামে তিন পৃষ্ঠার একটি খোলাচিঠি লেখেন ধানুশের উদ্দেশে। চিঠির এক অংশে নয়নতারা লিখেছেন, 'যে ব্যক্তিত্ব আপনি পর্দায় তুলে ধরেন, তার অর্ধেকও আপনার মধ্যে নেই। যা বলেন, তা নিজে অনুশীলন করেন না।' নয়নতারার অভিযোগের পর থেকে চুপ ছিলেন ধানুশ। এ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা সংবাদমাধ্যমে কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে এবারও নিজে মুখ খুললেন না, কড়া বার্তা পাঠালেন আইনজীবীর মাধ্যমে।

বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, যা বলছেন এ আর রহমানের ছেলেমেয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অসংখ্য গানে সুর তুলেছেন সুর সম্রাট এ আর রহমান। এবার তার দাম্পত্য জীবনে ভাঙনের সুর। ২৯ বছরের সংসারের ইতি টেনে আলাদা হয়ে যাচ্ছেন রহমান ও তার স্ত্রী সায়রা বানু।

এরইমধ্যে রাষ্ট্র হয়েছে অস্কারজয়ী সুরকারের ঘর ভাঙার খবর। তিনিও মুখে কুলুপ এঁটে রাখেননি। সায়রা বানু সামাজিক মাধ্যমে বিচ্ছেদের খবর জানাতেই এ আর রহমান নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিচ্ছেদের সত্যতা স্বীকার করেন। এবার মুখ খুললেন রহমান-সায়রার তিন ছেলে-মেয়ে।

ছেলে আমিন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেয়া স্টোরিতে একটি নোট লিখেছেন, 'আমরা সবাইকে বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে এই সময়ে আমাদের গোপনীয়তাকে সম্মান করুন। আপনাদের বোঝার জন্য ধন্যবাদ।'

রহমানকন্যা খাতিজা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নিজের বক্তব্য শেয়ার করেছেন। সেখানে লেখা, 'আমি খুব প্রশংসা করব যদি এই বিষয়টি অত্যন্ত গোপনীয়তা এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে দেখা হয়। আপনাদের বিবেচনার জন্য অনেক ধন্যবাদ।'

দুই ভাই-বোনের মতো মুখ খুলেছেন রহিমাও। বাবা আর রহমানের টুইটের স্ক্রিনশট শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'আমাদের আপনাদের প্রার্থনায় রাখুন'।

মঙ্গলবার সায়রা বানু নিজের আইনজীবী বন্দনা শাহর মাধ্যমে এক বিবৃতি দেন। তাতে বলা হয়, বিয়ের বহু বছর পর স্বামী এ আর রহমানের সঙ্গে বিচ্ছেদের কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সায়রা বানু। মানসিক চাপের কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তারা। একে অপরের প্রতি গভীর ভালবাসা সত্ত্বেও, নিজেদের মধ্যে তৈরিকৃত ব্যবধান দূরত্ব ঘোচাতে পারছিলেন না তারা। সম্ভব নয় বলেও মনে করছেন।

আরো বলা হয়, সায়রা জোর দিয়ে বলেছেন, ব্যথা এবং যন্ত্রণা থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে তিনি তার জীবনের এই কঠিন অধ্যায়টি পার করার সময় সবার কাছ থেকে গোপনীয়তা এবং তাদের ব্যাপারটি বোঝার অনুরোধ করেছেন।

এরপর রহমান এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, আমরা গ্র্যান্ড ত্রিশে পৌঁছানোর কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু মনে হয় সব কিছুরই একটা অজানা সমাপ্তি আছে। এমনকি ভগ্ন হৃদয়ের ভারে ঈশ্বরের সিংহাসনও কেঁপে উঠতে পারে। আমরা ছিন্নভিন্ন হয়েও অর্থ খুঁজি, যদিও এই টুকরোগুলো আর আগের মতো হবে না। আমাদের বন্ধুদের বলি, যখন আমরা এই হৃদয়বিদারক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, তখন আপনারা উদারতার সঙ্গে আমাদের গোপনীয়তাকে সম্মান করেছেন বলে আপনাদের ধন্যবাদ।

সালমানের বাসায় গুলি, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনমোল বিষ্ণোই গ্রেফতার

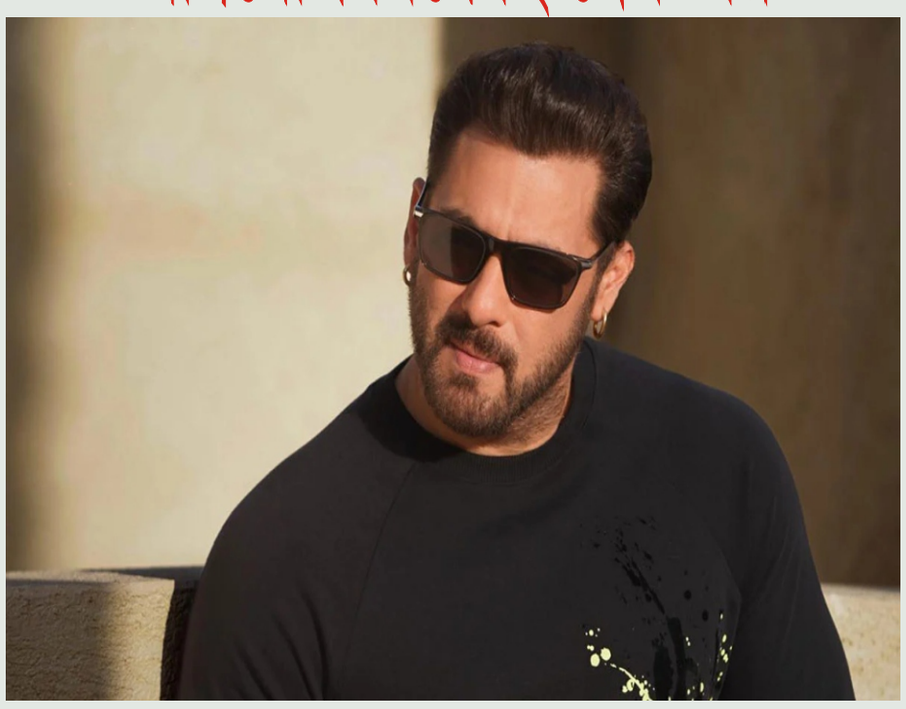

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দীর্ঘদিন ধরে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানকে। এমনকি তাঁর বাসার বাইরে গুলি চালিয়েছিলেন দুজন আততায়ী। আর এই গুলি-কাণ্ডের মূল হোতা হিসেবে উঠে এসেছিল গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই আনমোল বিষ্ণোইয়ের নাম। আনমোলকে গ্রেফতার করেছে মার্কিন পুলিশ।

জানাগেছে, আনমোল বিষ্ণোইকে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া থেকে গ্রেফতার করেছে মার্কিন পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, এখন আনমোল তাদের হেফাজতে আছে। মুম্বাই পুলিশ আনমোলকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদনপত্র পাঠিয়েছে বলে আরেক সূত্রে জানা গেছে। ভারতের জাতীয় তদন্ত সংস্থা (ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি) ঘোষণা করেছিল যে আনমোল বিষ্ণোইয়ের সম্পর্কে যে খবর দেবেন, তাঁকে তারা ১০ লাখ রুপি পুরস্কার স্বরূপ দেবে। ২০২২ সালে এনআইএ আনমোলের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ দায়ের করেছিল। ২০২১ সালে জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন আনমোল। এরপর জাল পাসপোর্ট বানিয়ে ভারত থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

গত ১৪ এপ্রিল সাতসকালে বান্দ্রায় সালমানের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে গুলি করা হয়েছিল। এরপর মুম্বাই পুলিশ ভিকি গুপ্ত ও সাগর পাল নামের দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল। এই দুজন বিহারের বাসিন্দা। এ মামলায় এখন পর্যন্ত ছয়জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বাথরুমে দিনের পর দিন কাঁদতেন শাহরুখ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৩ সাল দুর্দান্ত কাটিয়েছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান। সে বছর পর পর তিনটি ছবি মুক্তি পেয়েছিল তার, যা বক্স অফিসেও ব্যাপক সাড়া ফেলে। এর আগে ৪ বছর দীর্ঘ সময় একরকম গৃহবন্দি অবস্থায় কেটেছিল শাহরুখের। মূলত 'জিরো' ছবির পর থেকে পর পর ব্যর্থতা দেখেছেন শাহরুখ, যে ছবিতে হাত দিয়েছেন, সেটাই ব্যর্থ! এমন অবস্থায় নিজেকে ব্যর্থ মনে করতে শুরু করেন শাহরুখ। দোষারোপ করতে থাকেন নিজেকে। শাহরুখের মনে হতে শুরু করে, এই বিশ্বের কেউ তার সাফল্য দেখতে চান না বলেই এমন দুঃসময় দেখছেন তিনি। সে জন্য নাকি বাথরুমে নিজেকে আটকে রাখতেন বলিউড বাদশাহ, কাঁদতেনও সেখানে।

সম্প্রতি দুবাইয়ের 'গ্লোবাল ফ্রেট সামিট'-এ উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ। সেখানেই নিজের জীবনে ওঠাপড়া নিয়ে মুখ খোলেন তিনি। শাহরুখের কথায়, 'আমি আছি, তখন এটা অনুভব করতেই ঘৃণা হতো। সেই সময় এমনও হয়েছে, আমি একা বাথরুমে কেঁদেছি। যদিও আমি সেটা কাউকে বুঝতে দেইনি। কারণ, সেই সময়টায় আমি নিজের প্রতি করুণায় ডুবে থাকতাম।'

শাহরুখ আরও বলেন, 'তবে যেটাই ঘটুক না কেন, এটা বিশ্বাস করতে হবে যে পৃথিবী আপনার বিরুদ্ধে নয়, এই বিশ্ব আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে এমনও নয়। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে যে আপনি এটা কোনোভাবে খারাপ করে ফেলেছেন। আর এটা ভেবেই আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। হতাশার মুহূর্তে, আমি নিজেকে নিজেই বলেছি, চুপ করো, এবার উঠে দাঁড়াও, অনেক হয়েছে এবার এগিয়ে যাও।'

অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে ভারতের ইতিহাস গড়া জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পার্থ টেস্টে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়াকে বিধ্বস্ত করে ইতিহাস গড়া জয় পেল ভারত। যদিও টস জিতে ব্যাট করতে নেমে ভারতের শুরুটা ছিল দুঃস্বপ্নের মতো। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৫০ রানেই অলআউট হয়ে যায় সফরকারীরা। এত অল্প পুঁজির পরেও বোলারদের কল্যাণে ৪৬ রানের লিড পায় ভারত। দ্বিতীয় ইনিংসে মুদ্রার সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র নিয়ে হাজির বুমরাহবাহিনী।

ভারতের পেসাররা প্রথম ইনিংসে অজিদের ব্যাটিং লাইনআপকে যেভাবে নাচিয়েছে, তাতে কোনো ধরণের মিরাকল ছাড়া স্বাগতিকদের এই টেস্ট বাঁচানোর সুযোগ ছিল না। গতকাল শেষ বিকেলে ভারত ইনিংস ঘোষণা করলে শেষ বিকেলে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১২ রানে ৩ উইকেট হারায়। চতুর্থ দিনে ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ আর অ্যালেক্স ক্যারিদের ব্যাটে শুধু হারের ব্যবধানই কমাতে পেরেছে অস্ট্রেলিয়া।

সোমবার (২৫ নভেম্বর) পার্থ টেস্টের চতুর্থ দিনে ২৩৮ রানেই অলআউট অজিরা। ফলে ২৯৫ রানের বিশাল জয় পায় ভারত। সেই সঙ্গে পাঁচ টেস্টের বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে সফরকারীরা এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তো বটেই, বিদেশের মাটিতেই এটি রানের ব্যবধানে ভারতের বড় জয়। যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুলদুজন মিলে গড়েন ২০১ রানের ম্যারাথন ওপেনিং জুটি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের প্রথম টেস্ট খেলতে নেমে ২৯৭ বলে ১৬৭ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন জয়সওয়াল। দেড় বছরেরও বেশি সময় পর সেঞ্চুরির অপেক্ষা ফুরোয় কোহলিরও। দুই সেঞ্চুরিতে ৬ উইকেটে ৪৮৭ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দিয়েছিল ভারত। তাদের লিড দাঁড়ায় ৫৩৩ রানে।

টার্গেটটা ৫৩৪। টেস্ট ক্রিকেটের দেড় শ' বছরের ইতিহাসে ম্যাচের চতুর্থ ইনিংসে কোনো দল ৪৩৩ রানও কখনো তাড়া করতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়ার জয়ের আশা অতি বড় সমর্থকও দেখছিলেন না। এর মধ্যে তৃতীয় দিনের শেষ বিকেলে মাত্র ১২ রানে তিন উইকেট নিয়ে জয় কার্যত নিশ্চিত করে রেখেছিল ভারত। আজ চতুর্থ দিনে জয়ের জন্য সাত উইকেটের অপেক্ষা ছিল সফরকারীদের। অস্ট্রেলিয়াকে গুটিয়ে দিতে তিন সেশনও লাগল না ভারতের। চতুর্থ দিন দ্বিতীয় ওভারেই মোহাম্মদ সিরাজ স্পষ্ট করে দিলেন যে খেলার ভাগ্য কী হতে চলেছে। উসমান খাজাকে আউট করলেন তিনি। স্টিভ স্মিথ লড়াইয়ের চেষ্টা চালালেন। শেষমেশ তিনিও ফিরলেন সিরাজের বলে।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে একমাত্র লড়াইটা চালাতে পারলেন ট্রাভিস হেড। ভারতীয় সমর্থকদের কাছে দুঃস্বপ্নের নাম এই হেড। ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও সে বছরই একদিনের বিশ্বকাপ। দু'টি ম্যাচের ফাইনালেই হেডের ব্যাটে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ভারতের। এই ম্যাচেও তিনি খেললেন। ৮৯ রান করলেন। মিচেল মার্শের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন।

কিন্তু এবার পারলেন না। ম্যাচজুড়ে দুর্দান্ত বল করা বুমরাহই জুটি ভাঙলেন। অস্ট্রেলিয়ার শেষ দিকের ব্যাটাররা ম্যাচটার দৈর্ঘ্য বাড়াতে চেষ্টার কমতি রাখেননি। কিন্তু হার অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেটাই হলো। দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮ উইকেট শিকার করে ম্যাচসেরা হয়েছেন বুমরাহ। প্রথম ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার করা বুমরাহ দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেট শিকার করেন। সিরাজের শিকারও ৩ উইকেট। এছাড়া এছাড়া ওয়াশিংটন সুনদর ২টি ও নিতিশ কুমার ও হারশিত রানা ১টি করে উইকেট শিকার করেন। পার্থে ২৯৫ রানের ব্যবধানে জয়টাই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারতের সবচেয়ে বড় জয়। এর আগে ১৯৭৭ সালে মেলবোর্নে ২২২ রানে জয় পেয়েছিল ভারত। সেটিই এতদিন অস্ট্রেলিয়ায় তাদের বৃহত্তম জয় ছিল। এছাড়া ২০১৮ সালে মেলবোর্নেই ১৩৭ রানে জয় পেয়েছিল ভারত।

টেনিসে শেষ হলো নাদাল অধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডেভিস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ হলো রাফায়েল নাদাল অধ্যায়। ঘোষণাটা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। বাকি ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতা। ডেভিস কাপে স্পেনের হয়ে প্রথম সিঙ্গেলসে নেদারল্যান্ডসের বটিচ ফন ডি জান্ডশুল্পের কাছে ৬-৪, ৬-৪ গেমে হেরে যান নাদাল। তবে তার পরবর্তী প্রজন্মের তারকা, কার্লোস আলকারাজ, স্পেনের আশা জীবিত রেখেছিলেন। এই তরুণ প্রতিভা ৭-৬ (৭/০), ৬-৩ গেমে ডাচ খেলোয়াড় ট্যালন গ্রিকসপুরকে পরাজিত করেন। আলকারাজ আরেকটি সিঙ্গেলসে জয় পাওয়ায় আরও একটি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা ছিল নাদালের। তবে ফল নির্ধারণী ডাবলসে আলকারাজ ও মারসেল গ্রানোয়ার্স ৭-৬ (৭/৪), ৭-৬ (৭/৩) গেমে হেরে যান নেদারল্যান্ডসের বটিচ ফন ডি জান্ডশুল্প ও ওয়েসলি কুলহফ জুটির কাছে। সেই সঙ্গে থেমে গেল টেনিসে নাদালের পথচলা। টেনিস দীর্ঘ ক্যারিয়ার নাদালের। ২০০১ সালে টেনিস তার পথচলা। এরপর একটানা খেলেছেন দীর্ঘ ২৩ বছর। জিতেছেন ২২টি গ্র্যান্ড স্লাম। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৪টি জিতেছেন ফ্রেঞ্চ ওপেনে। লাল মাটির কোর্টের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন নাদাল। ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে নাদাল জিতেছেন ৯২টি শিরোপা।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের বোর্ড পরিচালকের দায়িত্বে ডিওন ন্যাশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটের জগত থেকে অনেক বছর ধরেই কিছুটা দূরে ছিলেন ডিওন ন্যাশ। মূলত ব্যবসা নিয়েই ব্যস্ত সময় কাটছিল তার। সাবেক এই পেসার আবার তার চেনা আঙিনায় ফিরলেন নতুন ভূমিকায়। এবার তাকে দেখা যাবে ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে।

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের পরিচালক নির্বাচিত হয়েছেন ন্যাশ। জীবনের ইনিংসে ৫৩ বছর পূর্ণ করলেন তিনি বুধবার (২০ নভেম্বর)। এ দিনই জানানো হলো তার খবরটি। আরেক সাবেক পেসার মার্টিন স্নেডেনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন ন্যাশ। প্রায় ১০ বছরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার শেষে স্নেডেন নানা ভূমিকায় দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন ক্রিকেটে। তিনিও বোর্ড সদস্য ছিলেন, বোর্ডের প্রধান নির্বাহীর দায়িতব পালন করেছেন, বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবেও কাজ করেছেন এবং ছিলেন আইসিসি পরিচালকও। ৬৬ ছুঁইছুঁই বয়সে এবার অবসরে যাচ্ছেন তিনি।

ন্যাশ নব্বইয়ের দশকে ছিলেন নিউ জিল্যান্ড দলের নিয়মিত মুখ। ৩২ টেস্ট ও ৮১ ওয়ানডে খেলেছেন তিনি। নিয়ন্ত্রিত মিডিয়াম পেস ও সুইং বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাট হাতেও তিনি ছিলেন বেশ কার্যকর। তবে চোট নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকায় আরও বেশি ম্যাচ তিনি খেলতে পারেননি, আরও দীর্ঘ হয়নি ক্যারিয়ার। দেশের হয়ে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেলেন তিনি ৩০ বছর বয়সেই।

ওয়ানডে ক্রিকেটে নিউ জিল্যান্ডের সবচেয়ে বড় সাফল্য ২০০০ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি (তখনকার নকআউট বিশ্বকাপ) শিরোপাজয়ী দলে ছিলেন তিনি। ওই সময়ের অধিনায়ক স্টিভেন ফ্লেমিংয়ের চোটের সুযোগে তিনটি টেস্ট ও সাতটি ওয়ানডেতে নিউ জিল্যান্ডকে নেতৃত্বও দিয়েছেন ন্যাশ। খেলা ছাড়ার পর ২০০৫ সালে নিউ জিল্যান্ডের নির্বাচক হিসেবে কাজ করেন কিছুদিন। ব্যবসা নেমে পড়েন তিনি এর বেশ আগেই। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠা করেন একটি স্কিনকেয়ার কোম্পানি। এবার তিনি আবার সম্পৃক্ত হলেন ক্রিকেটে।

ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন মঈন আলী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিকেটে অসামান্য অবদান রাখায় মঈন আলীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়েছে ইংল্যান্ডের কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয়। গত সোমবার কভেন্ট্রি ক্যাথেড্রালে এক অনুষ্ঠানে তিনি এই সম্মাননা গ্রহণ করেন।

মঈন আলীর জন্ম ইংল্যান্ডের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস অঞ্চলের বার্মিংহামে। ১৯৯২ সালে পাবলিক ইউনিভার্সিটির মর্যাদা পাওয়া কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যায়েরও অবস্থান ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসে।

৩৭ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডারকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়টি জানিয়েছে, 'ক্রিকেট খেলায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা মঈন আলীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট অব আর্টসে ভূষিত করছি। তাঁকে এই সম্মাননা জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।'

ইংল্যান্ডের হয়ে দুটি বিশ্বকাপ (২০১৯ ওয়ানডে, ২০২২ টুিটোয়েন্টি) জিতেছেন মঈন আলী। ২০১৫ সালে জিতেছেন অ্যাশেজও। ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৩ ম্যাচে। তিন সংস্করণ মিলিয়ে খেলেছেন ২৯৮ ম্যাচ। করেছেন ৬৬৭৮ রান, নিয়েছেন ৩৬৬ উইকেট।

গত সেপ্টেম্বরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেন মঈন। খেলে যাচ্ছেন ঘরোয়া ও বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ক্রিকেটে। কাউন্টি ক্রিকেটে নিজ অঞ্চলের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই ক্লাব ওয়ারউইকশায়ার ও উস্টারশায়ারে খেলার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার পর মঈন বলেছেন, 'কভেন্ট্রি বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এই চমকপ্রদ সম্মানে ভূষিত করায় আমি রোমাঞ্চিত। এর অংশ হতে পারা এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দিনটি কাটানো দারুণ ব্যাপার। আমি সব সময় আমার সাধ্যমতো সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এখন আমি আর ইংল্যান্ডের হয়ে খেলি না। তবে এখনো মানুষ আমার কাছে এসে বলে- "তুমি যেভাবে খেলেছ, সেটা দেখেই আমার সন্তান খেলে"। এটাই খেলাধুলার সাফল্য।'

লিভিংস্টোনকে টপকে আবারও শীর্ষে পান্ডিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ে লিভিংস্টোনকে টপকে আবারও শীর্ষস্থানে হার্দিক পান্ডিয়া। এ নিয়ে দ্বিতীয় বারের মত ১ নম্বর হয়েছে ভারতীয় এই অলরাউন্ডার। বুধবার পুরুষ ক্রিকেটারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের সাপ্তাহিক হালনাগাদ প্রকাশ করেছে আইসিসি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে আহামরি পারফরম্যান্স করেননি হার্দিক পান্ডিয়া। তবে ব্যাট ও বল হাতে দলের সিরিজ জয়ে যতটুকুই অবদান রেখেছেন, তাতেই র‍্যাঙ্কিংয়ে উল্লেখযোগ্য লাফ দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে পান্ডিয়ার রেটিং এখন ২৪৪।

এর আগে ১ নম্বরে ছিলেন লিভিংস্টোন। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের সিরিজ শেষে ২৩০ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরী।

পান্ডিয়া ছাড়াও র‍্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে ভারতের আরও কয়েকজন খেলোয়াড়ের। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ২ সেঞ্চুরিসহ মোট ২৮০ রান করা তিলক ভার্মা এগিয়েছেন ৬৯ ধাপ। ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর অবস্থান এখন তিনে।

ব্যাটিংয়ের শীর্ষ দুটি জায়গায় যথারীতি অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। টি-টোয়েন্টি বোলারদের ১ ও ২ নম্বরও অপরিবর্তিত। শীর্ষে ইংল্যান্ডের আদিল রশিদ, দুইয়ে শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা। পয়েন্ট ইংলিশ অলরাউন্ডারের অবস্থান এখন তিনি ৩ নম্বরে। ২৩১ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের দ্বিতীয় স্থান ধরে রেখেছেন নেপালের দীপেন্দ্র সিং ঐরী।

পৃথক ঘটনায় ৩ ক্রিকেটারকে শাস্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ভিন্ন তিনটি দেশের তিন ক্রিকেটারকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে শাস্তিপ্রাপ্ত একজন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার জেরাল্ড কোয়েটজে। ভারতের বিপক্ষে চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে তিনি আম্পায়ারের উদ্দেশ্যে 'অযথার্থ' মন্তব্য করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এ ছাড়া নেদারল্যান্ডসের অধিনায়ক স্কট এডওয়ার্ডস এবং ওমানের সুফিয়ান মেহমুদও ভিন্ন ঘটনায় আচরণবিধি লঙ্ঘনের শাস্তি পেয়েছেন। স্কটল্যান্ড-ওমান ম্যাচে আম্পায়ারের দিকে আউট হয়ে ফেরার পথে ব্যাট দেখানো ও ব্যাট-গ্লাভস ছুড়ে ফেলার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে এডওয়ার্ডসের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে, সুফিয়ান শাস্তি পেয়েছেন প্রতিপক্ষ ব্যাটারকে আউট করে বুনো উদযাপনের কারণে।

ঘরের মাঠে ভারতের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৩-১ ব্যবধানে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। জোহানেসবার্গে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে একটি বল ওয়াইড দেওয়াকে কেন্দ্র করে আম্পায়ারের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে দেখা যায় প্রোটিয়া পেসার কোয়েটজেকে। যা আচরণবিধি অনুসারে লেভেল-১ অপরাধ বলে উল্লেখ করেছে আইসিসি। পরে যদিও নিজের দোষ স্বীকার করেছেন কোয়েটজে। সে কারণে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট কেবল তার সেই ম্যাচের ৫০ শতাংশ ফি জরিমানা ও তিরস্কার দিয়েছেন।

অন্যদিকে, নেদারল্যান্ডস ও ওমান নিজেদের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছিল গত সপ্তাহে। ম্যাচে আম্পায়ারের উদ্দেশ্যে এডওয়ার্ডসের ব্যাট দেখানো এবং ক্রিকেট সরঞ্জামের 'অপব্যবহার' করে ২.৮ এবং ২.২ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের দায়ে শাস্তি পেয়েছেন। তাই এই ডাচ অধিনায়কের নামের পাশে দুটি ডিমেরিট পয়েন্ট এবং ১০ শতাংশ ম্যাচ ফি জরিমানা করেছে আইসিসি।

একই ম্যাচে ডাচ ব্যাটার তেজা নিদামানুরুর আউটের পর ওমানের সুফিয়ান মেহমুদের করা উদযাপন কোড অব কন্ডাক্টের ২.৫ অনুচ্ছেদ ভঙ্গ করেছে। যে ধারায় আন্তর্জাতিক ম্যাচে কোনো ব্যাটার আউটের পর তাকে রাগিয়ে তোলার জন্য ভাষা কিংবা ইঙ্গিতপূর্ণ আচরণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলা হয়। সে কারণে সুফিয়ানের ম্যাচ ফি-ও ১০ শতাংশ জরিমানা করেছে আইসিসি।

এডওয়ার্ডস ও সুফিয়ান ম্যাচ রেফারি নিয়ামুল রশিদ রাহুলের কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নেওয়ায় আর আনুষ্ঠানিক শুনানির প্রয়োজন হয়নি। এর আগে ওমানের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে জিতেছে সফরকারী নেদারল্যান্ডস।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR